Name: Md. Shakil Hossain

Roll: 24120210022

সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিয়েছি শরীরে তখন অন্যরকম একটা ভাব কাজ করতো। চারদিকে নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধবীর অভাব নেই। দিনে তাদের সাথে ক্লাস, দুষ্টামি, একসাথে বটতলায় দুপুরের খাবার খাওয়া, রাতে বন্ধুদের সাথে সুইমিং পুলে বসে চাঁদের মায়াবী জোসনা উপভোগ করা, সারারাত ক্যাম্পাসে হাটা, নিজের রুমকে সিনেমা হল বানানো, কনসার্ট দেখা, অডিটরিয়ামে মুভি দেখা, পহেলা বৈশাখের প্রোগ্রামের জন্য বিভিন্ন প্রাণীর মুখোশ তৈরি করা, নাচের প্র্যাকটিস করা এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

আট-দশটা পরিবারের মতো আমার পরিবার টাও ছিল মুসলিম পরিবার। তাই পারিবারিক সূত্রে আমি একজন মুসলিম। যদিও যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাকেই মুসলিম বলে কিন্তু আমরা বাবা-মা মুসলিম হলেই নিজেকে মুসলিম দাবি করি। বাড়ির পাশে কিছু অন্যধর্মালম্বী পরিবার থাকার কারণে আমাদের পরিবারেও কিছুটা প্রভাব পড়তো। আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবা-মা ছিল প্রাক্টিসিং মুসলিম। আমি পরিবারের ছোট ছেলে হওয়াতে সব কিছুতেই ছাড় পেয়ে গেছি। যেটা হয়তো বড়রা পায়নি।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও আমি জানতাম না সহি শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে। আমি জানতাম না নামাজের দোয়া-দরুদ গুলো। "আমি স্কুলে না যাওয়ার কারণে মার খেয়েছি কিন্তু আমি মসজিদে না যাওয়ার কারণে কোনদিন মার খাইনি"। নামাজটা মাঝেমধ্যে পড়তাম। কুরআন তেলাওয়াত করতে না জানলেও কুরআনের অর্থ টা মাঝেমধ্যে পড়তাম তাই বিশ্বাস হত সৃষ্টিকর্তা একজন আছে কিন্তু তাকে খুব কমই ভয় করতাম। কবর, হাশর, মিজান, পুলসিরাত, জাহান্নাম এর শাস্তির ভয় অন্তরে তেমন একটা প্রভাব ফেলত না।

নামাজ যতটুকুই পড়তাম কিন্তু অন্তরের প্রশান্তি অনুভব করতাম না। চারদিকে এত এত বন্ধু-বান্ধবী, আড্ডা, ফ্রি মিক্সিং, বিনোদন এগুলোতে ডুবে থাকার পরেও একটু প্রশান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতো আমার অন্তর। চার দিকে একটু প্রশান্তি খুঁজে বেড়াতাম। আমি হয়তো জানতামই না হারামের মাঝে কোন প্রশান্তি নেই প্রশান্তি রয়েছে হালাল এর মধ্যে। কিছু বন্ধুর সাথে বইমেলা-২০২০ এ গিয়েছিলাম। বই মেলা থেকে কিছু বই কিনেছিলাম সেখানে আরিফ আজাদ ভাইয়ের লেখা "বেলা ফুরাবার আগে" বই টাও ছিল। বইটা সেবারের বইমেলায় নতুন এসেছিল, ভালোই বিক্রি হচ্ছিল। তার লেখা "প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ" ও "প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২" বই দুইটা আমি পড়েছিলাম বেশ ভালোই লেগেছিল। বইটা কেনা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার চাপে আর পড়া হয়ে ওঠেনি।

কিছুদিন পরেই করোনাভাইরাস মহামারীর জন্য সারাবিশ্ব অচল হয়ে পড়ল আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেওয়া হল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গুলো। আমিও বেশ কিছুদিন ছুটি পেয়ে গেলাম এইবার বইটা পড়া শুরু করলাম। যতই পড়তেছিলাম ততই অবাক হচ্ছিলাম। বইটার যুক্তির কাছে ও বাস্তব উদাহরণ এর কাছে আমি বারবার হেরে যাচ্ছিলাম। এমনকি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার উদাহরণ ও দেখতে পেলাম এই বইটাতে। অভিজ্ঞতা ছিল বিষাদময়।

এই বইটার পাশাপাশি আরও একটা বই পড়েছিলাম সেটা ছিল জাকারিয়া মাসুদ ভাইয়ের লেখা "তুমি ফিরবে বলে"। আমি বইটা পড়ছিলাম আর ভাবছিলাম বইটার প্রতিটা লাইন যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে। এবার শুরু হলো আমার ইসলামকে জানার মিশন। একটার পর একটা বই, ওয়েবসাইট, ব্লগ, পতেছিলাম। সাথে প্রচুর পরিমাণে দোয়া করতে ছিলাম। অনেক সমস্যার সমাধান স্বপ্লের মাধ্যমে পেয়েছি।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ ، قَالَ » :قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - :أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللهِ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالفَلاَةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ وَاللهِ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالفَلاَةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ إِلَيَّ فِرَاعاً، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهَرُولُ بَاعاً، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهَرُولُ بَاعاً، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهَرُولُ

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার

তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। সহীহুল বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিয়ী ২৩৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৭২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬, ৮৮৩৩, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ৯৪৫৭।

চারদিকের মৃত্যুর মিছিল আমার অন্তরে ভালোভাবেই দাগ কেটেছিল। "চারদিকে এত এত মৃত্যু দেখি তারপরও আগামীকালের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। একদিন আগামীকাল আর আসবে না। এটা স্বীকার করা সহজ কিন্তু উপলব্ধিতে আনা খুব কঠিন।"

"আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।" আল কোরআন [৪৫:২৬]

হেদায়েত একটি উপহার যা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। কারো হেদায়েতের জন্য একটা সুরা, একটা আয়াত, একটা হাদিস, একটা বই, একটা লেখা বা একটু চিন্তা করাই যথেষ্ট।

"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন।" আল কোরআন [২৬:৭৮]

যাইহোক আমি পেয়ে গেলাম বরকতময় রমাদ্বান মাস। শুরু করলাম সহি শুদ্ধ করে কুরআন পড়া। এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন। এখন আমি আমার সত্যিকারের সৃষ্টিকর্তাকে খুজে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমি অন্তরের প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছি যার প্রতিশ্রুতি তিনিই (আল্লাহ) করেছেন।

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" আল কোরআন [১৩:২৮]

ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন অফলাইনের থেকে অনলাইনে বেশি ইলম অর্জন করা হয়। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অনেকটাই জানা নাই তাই তার জন্য অনেক কোর্স করি। তাই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো জানতে ভর্তি হই অনলাইন ইসলামিক মাদ্রাসাতে। ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা থেকে আলিম কোর্স করে বন্ধুকে নিজের চোখে বদলে যেতে দেখেছি, দেখেছি তার ইলমের তীক্ষ্ণতা ও আমলের ধীরতা।

বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। আল কোরআন [২৯:৯]

মৃত্যু একটা বাস্তব সত্য কিন্তু আমরা অনেকেই তা উপলব্ধি করি না। আপনি বিশ্বাসী হন অথবা অবিশ্বাসী, মনে রাখবেন আপনাকে আল্লাহর কাছে আপনার কাজের হিসাব দিতেই হবে। মৃত্যুর পর তো সবাই রবের নিকটে ফিরে যাবেই কিন্তু বুদ্ধিমানরা তো মৃত্যুর আগেই রবের নিকটে ফিরে আসে।

হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। আল কোরআন [৩:৮]